মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম দ্বিগুণ, দিশেহারা ক্রেতারা

সপ্তাহের ব্যবধানে উৎপাদন এলাকায় সবজির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা হাতবদল হয়ে খুচরা বাজারে আরও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে হঠাৎ করেই সবজির দামে নাভিশ্বাস অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ভোক্তাদের। বাজারে গিয়ে বাড়তি দামে হতাশ হয়ে পড়ছেন ক্রেতারা।

ভোক্তাদের অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা কোনো অজুহাত পেলেই দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেন। আর প্রশাসন শুধু নামেমাত্র বাজার মনিটরিংয়ের কথা বললেও এর তেমন কোনো প্রভাব বাজারে পড়ছে না।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, কৃষকদের কাছ থেকে অধিক দামে সবজি কিনতে হচ্ছে তাদের। তাছাড়া তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি হাট ইজারা ও অন্যান্য খরচ বিবেচনা করে তারা দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

কৃষকরা বলছেন, সার, বীজসহ সবকিছুর দাম বেড়েছে। বর্তমানে তেল সংকটের কারণে সেচ খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে, তাই দাম বাড়াটা স্বাভাবিক।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কোনো ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার জেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজার ঘুরে দেখা যায়, ৬০ টাকা কেজির পটল বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা, ৪০ টাকার বেগুন ১২০ টাকা, ৪০ টাকার শসা (খিরা) ৮০ টাকা, ৪৫ টাকার গাজর ৭০ টাকা, ৪৫ টাকার ঢেঁড়স ১০০ টাকা, কাঁচা কলা ২৫ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, ৬৫ টাকার বরবটি ১০০ টাকা, ৫০ টাকার কচুর লতি ৮৫ টাকা, ৬০ টাকার উস্তি ৮০ টাকা, ৩০ টাকার পুঁইশাক ৬০ টাকা, ৩০ টাকার টমেটো ৭০ টাকা এবং ৪০ টাকার ঝিঙে ৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুলা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি

দরে, আলতাপাটি আলু ২৫০ টাকা এবং প্রতি কেজি কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা দরে।

সবজি ক্রেতা স্বপন আলী বলেন, “বাজারে এখন কিছুই কেনার মতো অবস্থা নেই। যে বেগুন সপ্তাহখানেক আগে ৩০-৪০ টাকা কেজি ছিল, এখন ১২০ টাকা। পটলও গত হাটে ৩০ টাকায় কিনেছি, আজ ১০০ টাকা।”

আরেক ক্রেতা রাসেল আহমেদ বলেন, “পাম্পে তেল কম পাওয়া যাচ্ছে এই অজুহাতে সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে। ৫০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। পুঁইশাকও ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা গরিব মানুষ, খাবো কী?”

সবজি বিক্রেতা সামসুল হক বলেন, “আমরা আড়তে গিয়ে দেখি সব সবজির দাম বাড়তি। তারা বলছে তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। আমরা যেমন দামে কিনি, তেমন দামে বিক্রি করি।”

আরেক বিক্রেতা নবীর আলী বলেন, “গত হাটে যে পটল ৩৫ টাকায় কিনেছি, আজ পাইকারি কিনতে হচ্ছে ৮৫ টাকায়। বেগুনও আগের ৪০ টাকার জায়গায় এখন ৯০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার আলী বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কেউ যদি সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে বিষ পান করে মাদ্রাসা শিক্ষকের আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সাব্বির হোসেন (২৪) নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষক ঘাস পোড়ানোর বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছেন।

নিহত সাব্বির হোসেন গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর স্কুলপাড়ার কাফিরুল ইসলামের ছেলে। তিনি একই ইউনিয়নের তেরাইল দারুচ্ছুন্নাত মোখতারিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামে, নিহতের নানার বাড়িতে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সাব্বির হোসেন নিজ বাড়ি দেবীপুর গ্রাম থেকে নানার বাড়ি নওদাপাড়ায় বেড়াতে গিয়ে সেখানে ঘাস পোড়ানোর বিষ পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি বুঝতে পেরে পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

নিহতের মরদেহ রাতে নিজ বাড়িতে আনা হলে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি থানা হেফাজতে নেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, সাব্বির হোসেন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার সময় এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে অনৈতিক আচরণের অভিযোগ ওঠে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করে।

তেরাইল দারুচ্ছুন্নাত মোখতারিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার সভাপতি সম্রাট বিশ্বাস বলেন, সাব্বির হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় মাদ্রাসা কমিটির পক্ষ থেকে তাকে কিছুদিন আগে বহিষ্কার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন।

ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পুলিশ উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিম বলেন, “কীটনাশক পান করে সাব্বির হোসেন নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষক আত্মহত্যা করেছেন বলে আমরা খবর পাই। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।”

মুজিবনগরে নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে বাংলা নববর্ষ

“নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান” এই স্লোগানে মুজিবনগরে

বৈশাখী শোভাযাত্রা, পান্তা উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৈশাখী মেলার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩।

মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে একটি বৈশাখী শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পান্তা উৎসবের মাঝে মাঝে সাংস্কৃতি মঞ্চে শুরু হয় বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী গান দেশাত্মবোধক গান, পালা গান, লালন গীতি সহ নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার নেতৃত্বে বৈশাখী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম, অফিসার ইনচার্জ তদন্ত গৌতম কুমার, মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির খানজাহান আলী,এনসিপির মেহেরপুর জেলা যুগ্ন সমন্ময়ক আরিফ খান, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জাসাস এর সভাপতি জুলফিকার আলী হেলাল, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স।”

এদিকে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য তুলে ধরতে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় আয়েশা এন্টারপ্রাইজের ৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া হাটপাড়া এলাকায় আয়েশা এন্টার প্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের অভিযান চালিয়ে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টা থেকে ১টা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান।

এসময় আয়েশা এন্টার প্রাইজের লাইসেন্স ছাড়াই টাইলসের পুটিং, ভিক্সল জাতীয় পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪৩ ধারা অনুসারে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। এবং দ্রুত সময়ে লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কারখানার উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযান চলাকালে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

আজ পহেলা বৈশাখ: বাঙালির প্রাণের উৎসব

আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছে জীবন। এর মধ্যেই তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে উড়ায়ে দিতে, পুরনো বছরের আবর্জনা দূর করতে আজ এসেছে বাঙালির প্রাণের উৎসব—পহেলা বৈশাখ।

দিনটি প্রতিবছর নবশক্তি, নবোদ্যম এবং গভীরতর সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে ফিরে এসে আরো উজ্জ্বল করে তোলে বাঙালির আত্মপরিচয়।

দুঃখ-কষ্ট ভুলে, হতাশা-গ্লানি মুছে আজ নবরূপে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হবে সবাই। অপরিমেয় শুভ্র সাংস্কৃতিক শক্তিতে ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ হবে।

আজ মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু হয়েছে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের যাত্রা। বাংলা নববর্ষ কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা পরিবর্তনের দিন নয়, এটি বাঙালির ইতিহাস, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও আত্মপরিচয়ের পুনর্জাগরণের দিন।

হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সংস্কৃতির বহমান ধারাকে ধারণ করে নববর্ষ আজ এক সর্বজনীন মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। তাই রাজধানী ঢাকা

থেকে শুরু করে সারা দেশে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হচ্ছে দিনটি। উত্সবের আমেজ, রঙিন পোশাক, পান্তা-ইলিশ, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দিনভর মুখর হয়ে থাকবে জনপদ।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পৃথক বাণীতে দেশবাসী ও বিশ্বের সব বাংলাভাষী মানুষকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অতীতে পহেলা বৈশাখে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেত হালখাতার উত্সব, যেখানে ব্যাবসায়িক হিসাব-নিকাশের নতুন সূচনা হতো। গ্রামবাংলায় মিষ্টিমুখ, নিমন্ত্রণ ও নতুন খাতা খোলার মাধ্যমে সম্পর্ক নবায়নের এক সামাজিক বন্ধন গড়ে উঠত। যদিও সময়ের সঙ্গে এই প্রথা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তবু দেশের বিভিন্ন হাট-বাজারে এখনো হালখাতার আয়োজন চোখে পড়ে।

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক। মোগল সম্রাট আকবরের আমলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়। পরবর্তী সময়ে এটি ‘ফসলি সন’ থেকে ‘বঙ্গাব্দে’ রূপান্তরিত হয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

কালের পরিক্রমায় পহেলা বৈশাখ শুধু অর্থনৈতিক বা কৃষিভিত্তিক উত্সব হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাকিস্তান আমলে এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের উদ্যোগে রমনা বটমূলে প্রভাতী অনুষ্ঠান ছিল তৎকালীন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বাঙালির জাতিসত্তা পুনর্জাগরণের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ১৯৮৯ সালে চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে শুরু হওয়া শোভাযাত্রা, যা অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

২০১৬ সালে ইউনেসকো এই শোভাযাত্রাকে মানবতার অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই স্বীকৃতি শুধু একটি উত্সবকে নয়; বরং বাঙালির সংগ্রাম, চেতনা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছে।

মেহেরপুরের গড়পুকুর ফুটকাট মালিকদের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুরের গড়পুকুরের ফুটকাট মালিকগণ এক প্রেস ব্রিফিং করেন।

আজ সোমবার রাত ৯টায় গড়পুকুরে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রেস ব্রিফিংয়ে ফুটকাট মালিকগণের পক্ষ থেকে ফ্রুডি ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মোঃ রাশেদুল ইসলাম রিমেল একটি লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন, যেখানে তিনি গত ৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্টকে ঘিরে সৃষ্ট বিভ্রান্তির পরিসমাপ্তি ঘটান।

প্রেস ব্রিফিংয়ে মোঃ রাশেদুল ইসলাম রিমেল বলেন, ‘‘ফেসবুক পোস্টটি ছিল গড়পুকুরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবসা বন্ধ। ১৮ লাখ টাকায় গড়পুকুর ইজারা নিয়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছে প্রায় ৫৪ লাখ টাকা দাবি করা হয়েছে। যারা ইজারা নিয়েছে তারা প্রতি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দৈনিক ১০০ টাকা এবং এককালীন ১০ হাজার টাকা (অফেরতযোগ্য) দাবি করেছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘অবশেষে সকল ব্যবসায়ী ও মালিকগণের মধ্যে আলোচনা শেষে একটি বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে গড়পুকুরের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে। প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এককালীন ৩,০০০ টাকা এবং নাইটগার্ড ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন ৭০ টাকা করে উত্তোলন করা হবে। এই উদ্যোগে সকল ব্যবসায়ী একমত হয়েছেন এবং তারা সবার সম্মতিতে কাজ শুরু করবেন।’’

গড়পুকুর ফুটকাট মালিকগণের পক্ষ থেকে রাশেদুল ইসলাম রিমেল উপস্থিত সকলের কাছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টের মাধ্যমে সৃষ্ট বিভ্রান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন আবার খাবো-৩ এর স্বত্বাধিকারী মোঃ সজিব, মামা ফুচকার স্বত্বাধিকারী মোঃ জিয়া এবং বার্গার বাইটসের স্বত্বাধিকারী রাকিবুল হাসান।

মেহেরপুরে একুশে টিভির ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে একুশে টিভির ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেস ক্লাব থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহর প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে একুশে টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের একুশে টিভির পক্ষ থেকে পিঠাপুলি, দই, চিড়া ও মিষ্টি পরিবেশন করা হয়।

মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রুহুল কুদ্দুস টিটুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদসহ প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সাংবাদিক ও সুধীজনরা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং জেলার ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা অংশ নেন।

মুজিবনগরে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সুফিয়া খাতুন
(৬০) নামে এক গৃহবধূকে হত্যা করে ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে

আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দিতে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেল তিনটার দিকে উপজেলার টুঙ্গি গোপালপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সুফিয়া খাতুন ওই গ্রামের খেদের আলীর স্ত্রী।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সুফিয়া খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং মরদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা হত্যার ইঙ্গিত বহন করে।

নিহতের স্বামী খেদের আলী বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে তার আপন ভাই আখের আলীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। গত ৫ এপ্রিল প্রতিপক্ষরা দলবল নিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। সেই বিরোধের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

তিনি আরও জানান, দুপুরে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তার স্ত্রী ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে এবং শরীর রক্তাক্ত।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় আসামি রিগান হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন

আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে আসামীর ২ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত রিগান হোসেন সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া উত্তরপাড়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১০ মার্চ শোলমারি গ্রামে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশু পার্শ্ববর্তী তেরোঘরিয়া গ্রামে তার নানাবাড়িতে বেড়াতে যায়। ১৫ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শিশুটি নানাবাড়ির পাশে খেলছিল। এ সময় রিগান হোসেন তাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দোকানঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ঘটনার পর শিশুটি অচেতন হয়ে পড়লে আসামি পালিয়ে যায়। পরে রিগানের মা ছকিনা খাতুন রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে নানাবাড়িতে রেখে যান। জ্ঞান ফিরে পেলে শিশুটি ঘটনাটি জানায়। পরে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(১) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। মামলায় ১৭ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেন। বিচার চলাকালে আসামি দোষ স্বীকার করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এ দণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে নারী শিশু নির্যাতন দম ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পি পি) মোস্তাফিজুর রহমান এবং আসামী পক্ষে পল্লব ভট্টাচার্য ও ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলীয় জোটের বিক্ষোভ মিছিল

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকালে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইনের নেতৃত্বে জেলা মডেল মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে সামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জামায়াতের শুরা সদস্য আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির জাহান আলী, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. মো. রবিউল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জেলা সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার, ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুল সালাম, এনসিপির জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়ক আরিফ খান।

বক্তারা বলেন, গণভোটের মাধ্যমে জনগণের দেওয়া রায় দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। জনগণের মতামত উপেক্ষা করা হলে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দাবির প্রতি গুরুত্ব না দিলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। এ সময় তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে থাকার আহ্বান জানান।

মিছিলকে কেন্দ্র করে শহরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক উপস্থিতি দেখা যায়।